১৫-১০-১৭ প্রাতঃ-মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইস:১৫-০২-৮৩ মধুবন

বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের সমাপ্তি সমারোহে প্রাণ প্রিয় অব্যক্ত বাপদাদার মধুর অমূল্য মহাবাক্য

আজ বেহদের পিতা সেবার নিমিত্ত সেবাধারী বাচ্চাদের দেখছেন। যে বাচ্চাকেই দেখেন , প্রত্যেকে, একজন অন্য জনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ আত্মা। তাই বাপদাদা প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ আত্মার বিশেষত্ব দেখছেন । বাপদাদা আনন্দিত এই জন্য যে প্রতিটি বাচ্চা এই বিশ্ব পরিবর্তনের কাজে আধারমূর্ত ও উদ্ধারমূর্ত। সব বাচ্চারাই বাপদাদার কাজে সদা সহযোগী আত্মা। এমন সহযোগী, সহজ যোগী শ্রেষ্ঠ বিশেষ আত্মাদের বা সেবার নিমিত্ত বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা অতি স্নেহের সোনালী পুষ্প দিয়ে স্বাগত ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান করছেন। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে মস্তক মণি, সন্তুষ্ট মণি, হৃদয় মণি রূপে দীপ্তিমান দেখেন। বাপদাদাও সদা একটি গান করেন , কোন্ গানটি করেন, জানো ? এই গানটি করেন -- বাঃ আমার বাচ্চারা বাঃ ! বাঃ মিষ্টি বাচ্চারা বাঃ ! বাঃ অতি প্রিয় বাচ্চারা বাঃ ! বাঃ শ্রেষ্ঠ আত্মারা বাঃ! এমন নিশ্চয় ও নেশা সদা অনুভবে থাকে তো তাইনা। সম্পূর্ণ কল্পে এমন ভাগ্য প্রাপ্ত হবে না যে ভগবান বাচ্চাদের জন্যে গীত গাইবেন । ভক্ত , ভগবানের গীত গায় । তোমরা সবাই অনেক গীত গেয়েছ । কিন্তু এমন কখনও ভেবেছিলে কি কখনও ভগবানও আমাদের জন্যে গীত গাইবেন ! যা কোনোদিন সংকল্পে ছিলনা তা সাকারে দেখছ। বিশ্ব শান্তির সম্মেলন করলে। সব বাচ্চারা ভাল কথা শোনাল আর মনের দ্বারা সর্ব আত্মাদের প্রতি শুভ ভাবনা , শ্রেষ্ঠ কামনার শুভ সংকল্পের ভাইব্রেশন জ্ঞান সূর্যের মতন চারিদিকে ছড়িয়ে দিল। কিন্তু বাপদাদা সব ভাষণের সার তত্ব বলে দিচ্ছেন। তোমরা তো চার দিন ভাষণ দিয়েছ আর বাপদাদা এক সেকেন্ডের ভাষণ দিচ্ছেন। সেই দুটি শব্দ হল " রিয়ালাইজেশন ও সল্যুশন " । যা কিছু তোমরা বলেছ তার সার তত্ব হল রিয়ালাইজেশন । আত্মাকে যদি নাও বোঝে কিন্তু মানব মূল্যের কথা জানলেও শান্তি স্থাপিত হবে। মানব হল বিশেষ শক্তিশালী স্বরূপ। যদি এই টুকুও রিয়েলাইজ করে তো মানব স্বরূপের আধারেও মানব ধর্ম হল 'স্নেহ 'লড়াই নয়। এর থেকে একটু এগিয়ে চল -- মানব জীবন ও মানবতার আধার হল আত্মার উপরে নির্ভর। আমি কিরূপ আত্মা , আমি কি , এই রিয়েলাইজেশন হলেই শান্তি তো স্ব ধর্ম হয়ে যাবে। তারও আগে চলো -- আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা , আমি সর্বশক্তিমানের সন্তান , এই রিয়েলাইজেশন দুর্বলকে শক্তি স্বরূপ করে দেবে। শক্তি স্বরূপ আত্মা বা মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মা যা চাইবে , যেমন চাইবে সব প্রাক্টিক্যালে করতে পারবে , তাই বলা হয়েছে যে সমস্ত ভাষণের সার তত্ব একটাই ' রিয়েলাইজেশন ' সুতরাং বাপদাদা সব ভাষণ শুনেছেন তাইনা ! বাপদাদা সদা বাচ্চাদের সঙ্গেই আছেন । আচ্ছা।

সেবায় সমর্পিত সকল বাচ্চাদেরকে, সব জোনে-র বাচ্চাদেরকে, প্রত্যেকে যেন এই ভাবে যে বাবা আমাকে বলছেন। এক একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। সব বাচ্চারা যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছে , তার রিটার্নে বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে নাম সহ রূপ তো দেখছেন , নাম সহ অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এখন তোমরা যখন সময় পরিবর্তনের সূচনা দিচ্ছ তো বাপদাদার মিলনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হবে তাইনা। তোমাদের সকলের সঙ্কল্প হল আমাদের পরিবারের বৃদ্ধি হোক তবে তো পুরানো ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু এই ত্যাগেও সৌভাগ্য আছে। অন্যদের এগিয়ে দেওয়া মানেই নিজেকে এগিয়ে দেওয়া। এমন ভাববেনা যে বিদেশি বাচ্চারা বাপদাদার এত প্রিয় কেন , দেশের বাচ্চারা নয় ! বা কোনো বিশেষ বাচ্চারাই প্রিয় কেন । বাপদাদার জন্যে প্রতিটি বাচ্চা -ই হল হৃদয়ের ভরসা ,

মস্তকের মুকুট মণি তাই বাপদাদা সর্ব প্রথম নিজের রাইট হ্যান্ডস সহযোগী বাচ্চাদের মন ও হৃদয় দিয়ে , গভীর প্রেমের অনুভূতি দিয়ে স্মরনের ছোঁয়া দিচ্ছেন। এটা তো নিশ্চয়ই দূরের বাচ্চারা যারা আসে, যারা বাবার সাথে সম্বন্ধ তৈরি করতে আসে তাদের সকলকে তোমরা মনের আনন্দে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ আর নিয়ে যাবে।

এই সময়ে সেবার জন্য সবাই এসেছ তাই এও একরকম সেবা-ই হল। প্রত্যেকটি জোনের নাম নিতে হবে কি ? যদি একটি নাম বলা হয় আর অন্য কোনো নাম রয়ে যায় তাহলে ? তাই সব জোন এইটাই ধরে নাও যে বাপদাদা আমাদের প্রথম নম্বরে রেখেছেন। দেশ ও বিদেশের সকল জোন , এখন তো সবাই তোমরা মধুবন নিবাসী হয়েছ , তাই সর্ব শান্তির এই হল-এ (hall) উপস্থিত বাচ্চাদের , "ওম্ শান্তি ভবন" নিবাসী সকল বাচ্চাদেরকে বাপদাদা , সদা স্মরণে থাকো , স্মরণে থাকতে সাহায্য করো , প্রতিটি পদক্ষেপে স্মরণীয় চরিত্র নির্মাণ করতে এগিয়ে চলো। প্রতি সেকেন্ডে নিজের প্রাক্টিক্যাল জীবন রূপী দর্পণ দ্বারা সর্ব আত্মাদের স্ব - এর এবং বাবার সাক্ষাৎকার করাতে থাকো, এমন বরদানী মহাদানী সদা সম্পন্ন বাচ্চাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও নমস্কার।

রবার্ট ম্যুলর (এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি জেনারেল ইউ. এন.ও) এর উদ্দেশ্যে মহাবাক্য

তুমি সেবায় সর্বশ্রেষ্ঠ পার্টধারী আত্মা। যেমন মনে এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প আছে, যে কার্যের নিমিত্ত করা হয়েছে সে কার্য সম্পন্ন করবে। এই সঙ্কল্প বাপদাদা এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সহযোগ দ্বারা সাকারে আসতেই থাকবে। সঙ্কল্পটি খুব ভাল। ভাল ভাল প্ল্যানও করছ। এই প্ল্যানের মধ্যে যখন এই আধ্যাত্মিক শক্তি যুক্ত হবে তখন এই প্ল্যান সাকার রূপ লাভ করবে। বাপদাদার কাছে বাচ্চাদের সকল উৎসাহ উদ্দীপনা পৌঁছায়। সদা অটল থাকবে। সাহস রেখে এগিয়ে যাবে। সেই দিনটিও দেখা যাবে যে বিশ্বের চারিদিকে বিশ্ব শান্তির পতাকা উত্তোলিত থাকবে তাই এগিয়ে চল। দুনিয়ার লোকেরা হতোৎসাহিত করবে। তুমি কোরো না । এক বল এক ভরসা , এই নিশ্চয় নিয়ে চলতে থাকবে। কোনোরকম পরিস্থিতি আসলে বাবাকে সাথী করবে, তাহলে এমন অনুভব হবে যে আমি একা নই , আমার সঙ্গে বিশেষ শক্তি আছে। স্বপ্ন সম্পূর্ণ হবে। যেখানে বাবা আছেন , সেখানে যতই তুফান আসুক , সবই তোফা অর্থাৎ উপহারে পরিণত হবে। ' নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্তী ' -- এই টাইটেল স্মরণে রেখো আমি হলাম নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন । আচ্ছা।

স্টিভ নারায়ণ (ভাইস প্রেসিডেন্ট, গুয়ানা) এর উদ্দেশ্যে মহাবাক্য :- নিজেকে বাবার হৃদয় আসনে বিরাজিত নিকটের রত্ন অনুভব করো ? দূরদেশের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও হৃদয়ের কাছে আছো। বাচ্চাদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে বাপদাদা আনন্দিত হন এবং একনম্বর করেন। সদা উড়ন্ত কলায় নিবাসরত , বাপদাদার নয়নের মণি (নূরে রত্ন) তাই বাপদাদা অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

[আন্টি বেটীর (Auntie Betty) সঙ্গে] -- নতুন জন্মের সাথেই তোমার আশীর্বাদ প্রাপ্তি হয়েছে যে তুমি সার্ভিসেবল। অনুভবী মূর্ত। গুয়ানায় থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব সেবার জন্য নিমিত্ত হয়েছ এবং থাকবে। স্মরণের দ্বারা বাবার সহযোগ ও বরদান অনুভব হয় তাইনা ! তোমার স্মরণ বাবার কাছে পৌঁছায়। সর্ব সঙ্কল্প সিদ্ধি লাভ করে তাইনা ! তুমি এক শ্রেষ্ঠ আত্মা , তোমার একটি শ্রেষ্ঠ সংকল্পের দ্বারা সমস্ত পরিবার শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করছে। পদমগুণ ভাগ্যশালী তুমি।

"বিশ্ব শান্তির সম্মেলনে সম্মিলিত ভাই-বোনদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মধুর সন্দেশ"--- (দাদি গুলজার)

এতকাল যেভাবে গিয়েছি, সেই মতোই যেই আজ আমি বতনে পৌঁছেছি বাপদাদা খুব মিষ্টি দৃষ্টি দ্বারা সকল বাচ্চাদেরকে স্নেহপূর্ণ স্মরণ জানালেন। বাবার দৃষ্টিতে আজ এমন অনুভূতি হল যেন অতি শান্তি , শক্তি, প্রেম ও আনন্দের কিরণ প্রসারিত হচ্ছে। এমন রুহানী দৃষ্টি দ্বারা চারটিরই প্রাপ্তি হচ্ছিল । এমন অনুভব হয়েছিল যেন আমরা অনেক কিছু প্রাপ্ত করছি। এমনিতে বাপদাদা সব বাচ্চাদের স্বাগত জানিয়ে বলেন বাচ্চি, সবার স্মরণ সঙ্গে এনেছ ? আমি বললাম -- স্মরণ তো এনেছি সাথে সকলের আহ্বানের সঙ্কল্পও এনেছি , তখন বাবা বললেন এই সময়ে আমার সব এত প্রিয় বাচ্চারা , যারা এসেছে , জানবার জন্য এসেছে , এমন দিনও আসবে যখন শুধু মিলনের জন্যে আসবে। বাপদাদা তো সব বাচ্চাদের দৃশ্য বতনে থাকাকালীন সর্বদা দেখেন । এইরূপ বলতে বলতে বাবা একটি দৃশ্য দেখালেন -- যেমন ভারতবর্ষে ভক্তরা মন্দিরে শিবলিঙ্গের প্রতিমা তৈরি করে, তেমনই প্রতিমা বতনেও দেখা গেল কিন্তু সেই প্রতিমা গোলাকার ছিল এবং সেই গোল আকারে অনেক চমকদার হীরে চারিদিকে দৃশ্যমান ছিল। সেই হীরের উপরে চার প্রকারের লাইট পড়ছিল। একটি রঙ সাদা , দ্বিতীয় সবুজ , তৃতীয় হালকা নীল আর চতুর্থ গোল্ডেন । কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই লাইট শব্দে পরিণত হল। সাদা লাইট দিয়ে লেখা ছিল 'শান্তি'। দ্বিতীয় ' উদ্দীপনা ' , তৃতীয় 'উৎসাহ ' এবং চতুর্থ লাইট 'দিয়ে ' সেবা ' ।

তখন বাবা বললেন সব বাচ্চারাই অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা ও শান্তির সঙ্কল্প দ্বারা বিশ্বের সেবা করেছে। এক একটি আত্মা সংগঠিত রূপে দেখ কত জ্বলজ্বল করছে। তারপর বাবা বললেন আমার বাচ্চারা আমায় যথা শক্তি জেনেছে , তবুও তারা আমারই সন্তান। আমার সব মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে স্নেহপূর্ন স্মরণ দিও। যে বাচ্চারা এসেছে। সবার মুখে এই আওয়াজ তো শোনা যাবেই আমরা নিজের ঘরে এসেছি -- বাপদাদা বাচ্চাদের এই আওয়াজ শুনে মৃদু হাসলেন । যখন বাচ্চারা ঘরে আসে তো পুরো অধিকার নিতে এসেছে নাকি একটু ? তো বাবা বললেন -- সাগর তীরে এসে ঘটি ভরে নিয়ে যেও না বরং মাস্টার সাগর হয়ে যাও। খনিতে গিয়ে দু'মুঠো ভরে নিয়ে যেও না। তারপর বাপদাদা তিন ধরনের বাচ্চাদের তিন রকমের উপহার দিলেন ।

১. বাবা বললেন -- আমার কলমধারী বাচ্চারা (প্রেস কর্মীরা) যারা এসেছে তাদের বাপদাদা কমল বা পদ্ম ফুলের সওগাত দিচ্ছেন। আমার কলমধারী বাচ্চাদেরকে বোলো যেন সদা কমলাসনে বিরাজিত হয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বের তমোগুনী ভাইব্রেশন থেকে মুক্ত এবং পিতা পরমাত্মার প্রিয় হও। যদি এমন স্থিতিতে স্থিত হয়ে কলম চালনা করবে, তবে তোমাদের ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিতও হয়ে যাবে আর ঈশ্বরীয় উদ্দেশ্যে কৃত (পরমার্থ) কার্যও সফল হবে।

২. ভি.আই. পি. বাচ্চারা যারা এসেছে তাদের বাবা সিংহাসন নয় হংস আসন দিয়েছেন। বাবা বললেন -- এই যে আমার ভি.আই. পি বাচ্চারা এসেছে তাদের মুখের কথায় শক্তি আছে। তাদের আমি হংস আসন দিচ্ছি। এই আসনে বসে সব কাজ করবে। হংস আসনে বসলে তোমাদের নির্ণয় শক্তি শ্রেষ্ঠ হবে আর যে কাজ করবে তাতে বিশেষত্ব থাকবে। যেমন চেয়ারে বসে কাজ করো তেমনই বুদ্ধি যদি হংস আসনে বিরাজিত হয় তবে লৌকিক কার্য দ্বারাও আত্মাদের স্নেহ ও শক্তি প্রাপ্ত হতে থাকবে ।

৩. স্যারেন্ডার সেবাধারী বাচ্চাদেরকে বাপদাদা একটি সুন্দর লাইটের ফুলের মালা দিয়েছেন । প্রতিটি লাইটে দিব্য গুণ লেখা ছিল। তাই বাবা বললেন -- আমার এই বাচ্চারা হল সর্ব গুণধারী গুণমূর্ত বাচ্চা । সব বাচ্চারাই এক বল এক মত হয়ে এই বেহদের যে সেবা করেছে , তার প্রতিদানে বাপদাদা এই দিব্য গুণের মালা সব বাচ্চাদের উপহার স্বরূপ দিচ্ছেন। আর শেষে বললেন সব বাচ্চাদেরকে এই মহাবাক্য শোনাবে যে সদা খুশীতে থাকবে , ভাগ্যবান হয়ে সকলকে খুশীর বরদানে , খাজানায় সম্পন্ন করবে। এমন মধুর মহাবাক্য শুনে, স্নেহ স্মরণ দিয়ে নিয়ে আমি নিজের সাকার বতনে অর্থাৎ স্থূল দুনিয়ায় পৌঁছে গেলাম।

বরদানঃ - বাপদাদার কাছে প্রাপ্ত সর্ব খাজানাকে কার্যে ব্যবহার করে বৃদ্ধি করতে পারে এমন জ্ঞানী-যোগী আত্মা হও।

ব্যাখ্যা: বাপদাদা বাচ্চাদের সর্ব খাজানায় সম্পন্ন করেছেন কিন্তু যে ঠিক সময়ে প্রতিটি খাজানাকে কাজে লাগায় তার খাজানায় সদা বৃদ্ধি হয়। তারা কখনও এমন বলতে পারেনা যে না চাইতেও হয়ে গেল। খাজানায় সম্পন্ন জ্ঞানী-যোগী আত্মারা প্রথমে ভাবে তারপরে করে। তাদের সময়ানুসারে টাচ হয় তারপরে তারা ক্যাচ করে প্রাক্টিক্যাল কর্ম করে। করার এক সেকেন্ড পরেও যদি কেউ ভাবে তাহলে তাকে জ্ঞানী আত্মা বলা যাবে না ।

স্লোগানঃ- স্বভাব ও বিচারধারায় অন্তর যদি বা থাকে, স্নেহের ক্ষেত্রে কোনো অন্তর থাকা উচিত নয় ।